দৈনিক ইত্তেফাক

33

তারিখ 02 SEP 1996
পৃঃ ৬ কলাম ৫

অনার্স চালু করিলেও—

ভোলা সংবাদদাতা ॥ ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষা বর্ষ হইতে ভোলা সরকারী ফজিলাতুন নেসা মহিলা কলেজে ৭টি বিষয়ে অনার্স চালু করিলেও পাঠদান করিবার জন্য অদ্যাবধি কোন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় নাই।

উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ কায়সার আহমেদ জানান, অনার্স ক্লাসসমূহে পাঠদানের জন্য শিক্ষকের পদই সৃষ্টি করা হয় নাই। তিনি জানান, প্রথমতঃ পদ সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহার পর নিয়োগ দিতে হইবে। জেলার দূর দূরাঞ্চল হইতে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স পড়িতে আসিয়া শিক্ষকের অভাবে ছাত্রীরা ক্লাস হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ১৯৮৪ সালে কলেজটি সরকারীকরণের পর হইতেই শিক্ষক সমস্যা প্রকট। বর্তমানে এখানে শিক্ষকের ৪৯টি পদ থাকিলেও আছেন মাত্র ২৭ জন। অন্যদিকে অনার্স ক্লাসের জন্য ২৯টি পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের কোন শিক্ষকই নাই। অথচ এই বিষয়ে পড়ুয়া ছাত্রীর সংখ্যা সব চাইতে বেশী। এই কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান থাকিলেও ডিগ্রী ক্লাসে এখনও বিজ্ঞান চালু করা সম্ভব হয় নাই। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে হাতেগোণা কয়েকজন ছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগে পড়ে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পত্নীর নামে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজটিতে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ দিয়া বিচ্ছিন্ন দ্বীপাঞ্চল ভোলা জেলায় নারী শিক্ষার প্রসারকল্পে কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন ইহাই এলাকাবাসীর আশা।

এদিকে, ভোলা জেলায় সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান পাঠে ভাটা পড়িয়াছে। বেসরকারী কলেজগুলিতে বিজ্ঞানের স্বীকৃতি বহাল রাখিবার লক্ষ্যে ঐ বিভাগের শিক্ষকগণ নিজেরাই স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ী বাড়ী গিয়া বেতন মওকুফ, বিনামূল্যে পুস্তক প্রদান এবং অতিরিক্ত পাঠদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করিতেছেন। কেননা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের পত্র দিয়া জানাইয়া দিয়াছে যে, "বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে কমপক্ষে ৩০ জন করিয়া ছাত্র-ছাত্রী না থাকিলে ঐ দুইটি বিভাগের স্বীকৃতি নবায়ন করা হইবে না।" আর ইহা সহজেই অনুমেয় যে, বিভাগীয় স্বীকৃতি না থাকিলে ঐ বিভাগের শিক্ষকদের চাকুরীও থাকিবে না।